1 2002

তারিখ
পৃষ্ঠা

বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি

শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের এবং শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির অঙ্গ ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল এ বিষয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও অন্য সব ছাত্র সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের তীব্র বিরোধিতা এবং নিন্দাপ্রতিবাদ জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধে

● শেষের পাতার পর

৩৮ জন শিক্ষক গতকাল এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে যে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করেছে আমরা তার বিরোধী। কিন্তু ক্যাম্পাসে সুস্থ রাজনীতির আমরা বিরোধী নই বরং আমরা চাই দেশ গঠনে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির সাবলীল ও অব্যাহত চর্চা।

৩৮ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে আরো বলেন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিকদের অভয়ারণ্য করে তাদের অর্থ ও পেশিশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব জবরদখল করে রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তাই একটি অশুভ সংকেত।

শিক্ষকগণ বলেন, ৭৩ আদেশ প্রবর্তিত হওয়ার পরও বিভিন্ন সময়ে শাষকগোষ্ঠীর নানা আচরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের নামে শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে আমাদের তেমনই মনে হয়েছে। শিক্ষকগণ এ ধরনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, একে আজাদ চৌধুরী, মশিহুজ্জামান, আর আই এম আমিনুর রশীদ, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, এম মোস্তাফা চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, শরিফউল্লাহ ভুঁইয়া প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আহ্বানের প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রলীগ গতকাল ঢা.বি. ক্যাম্পাসে মিছিলসমাবেশের আয়োজন করে।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব রেখেছেন, বাংলার ছাত্র সমাজ ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, দোষ ছাত্ররাজনীতির নয়, দোষ হচ্ছে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজির।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাইফুজ্জামান শিখর, বলরাম পোদ্দার, আশরাফুল আজিম রুবন, মাহফুজর রহমান প্রমুখ।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান প্রসঙ্গে বিএনপির অঙ্গ ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ঢা.বি. শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রচলিত ছাত্ররাজনীতির নামে যে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি চলছে তা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। উনি ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন না, বন্ধ করার কথা বলেছেন। মনির হোসেন বলেন, ছাত্ররাজনীতির যে পজিটিভ দিক সেটা বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। কেননা আমি যদি শহীদ জিয়ার আদর্শ লালন করি এবং বেগম খালেদা জিয়ার গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হই তাহলে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির ধারার বাইরে থেকেও রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে পারবো।

ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, এর আগেও ক্ষমতাসীন দল তাদের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু কখনই সফল হয়নি। তিনি প্রশ্ন রাখেন জাতীয় কারণে যে হত্যা, সহিংস ঘটনা ঘটছে সেই জাতীয় রাজনীতি তো বন্ধ করার কথা বলছেন না খালেদা জিয়া।

ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আহাদ মিনার বলেন, যে প্রধানমন্ত্রী একদিন বলেছিলেন বিরোধী দলকে ঠেকানোর জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট সেই ছাত্রদলকে তিনি এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে, তাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনকে বন্ধ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।